জুন

১লা জুন

সাধু জাষ্টিন, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু জাষ্টিন ও তাঁর সঙ্গীদের 'সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত'

আমি সত্য ধর্মে যোগ দিয়েছি

তাঁদের গ্রেপ্তারের পর সাধু ব্যক্তিদের রোমের প্রদেশপাল রুস্তিকুসের কাছে আনা হয়। তাঁরা বিচারমঞ্চে উপস্থিত হলে প্রদেশপাল রুস্তিকুস জাষ্টিনকে বলেন, 'আগে দেবতাদের প্রতি বাধ্যতা দেখাও ও সম্রাটদের বশ্যতা স্বীকার কর।'

জাষ্টিন বলেন, 'আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের আদেশগুলোর প্রতি বাধ্যতা দেখানো নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয়ও নয়।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'তুমি কোন্ ধর্ম পালন কর?' জাষ্টিন উত্তর দেন, 'আমি সব মতবাদের কথা শিখতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষে খ্রীষ্টানদের সত্য ধর্মেই যোগ দিয়েছি, যদিও এই ধর্ম তাদের কাছে অপ্রিয় যারা মিথ্যা ধর্ম পালন করে।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'আর অপদার্থ মানুষ যে তুমি, তবে তুমি কি তেমন ধর্মেই প্রীত?' জাষ্টিন উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রীত, কেননা সত্যবিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমি তা পালন করি।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'এ কেমন বিশ্বাস?' জাষ্টিন উত্তরে বলেন, 'এ বিশ্বাস অনুসারে আমরা খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরকে পূজা করি। আমরা তো মনে করি, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও আদি থেকে দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তুর ও সমস্ত বিশ্বজগতের নির্মাতা। আরও, এ বিশ্বাস অনুসারে আমরা ঈশ্বরের পুত্র সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেও পূজা করি যাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে নবীরা বলেছিলেন, তিনি পরিত্রাণের অগ্রদূত ও সৎকর্মনীতির গুরু রূপে আসবেন। আর ক্ষুদ্র মানুষ যে আমি, আমি তো স্বীকার করি যে তাঁর অসীম ঈশ্বরত্বের সামনে আমি সামান্য কিছুই মাত্র বলতে পারি। স্বীকার করি, তেমন অধিকার নবীদেরই অধিকার, যাঁরা তাঁরই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন যাঁকে আমি কিছুক্ষণ আগে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছি। আমি তো ভাল করেই জানি যে নবীরা মানবের মাঝে তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন।'

রুস্তিকুস জিজ্ঞাসা করেন, 'তবে তুমি কি খ্রীষ্টান?' জাষ্টিন উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, আমি খ্রীষ্টান।'

তখন প্রদেশপাল জাষ্টিনকে বলেন, 'অনেকে তোমাকে জ্ঞানী বলে মনে করে, তুমি নিজেই মনে কর তুমি সত্য ধর্ম জান; তবে এখন শোন: কশাঘাতের পর যদি তোমার শিরশ্ছেদ হয়, তুমি কি মনে কর তুমি স্বর্গে যাবে?' জাষ্টিন উত্তর দেন, 'আমার প্রত্যাশাই যে এসব কিছু যদি সহ্য করি আমি স্বর্গধামের অধিকারী হব। কেননা আমি জানি যে, যারা পুণ্যজীবন যাপন করে, তাদের জন্য সমগ্র জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত ঐশঅনুগ্রহ গচ্ছিত রাখা আছে।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস তখন বলেন, 'তবে তুমি কি মনে কর যে, উপযুক্ত পুরস্কার পাবার জন্য তুমি স্বর্গে যাবে?' জাষ্টিন উত্তর দেন, 'আমি আসলে যে তা মনে করি এমন নয়, বরং তা ভালভাবেই জানি ও এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'যাই হোক; এসো, আমরা সেই নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কথায় ফিরে যাই। একসঙ্গে একমত হয়ে তোমরা এখন দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ কর।' জাষ্টিন উত্তর দেন, 'যার মাথা ঠিক আছে, এমন মানুষ কখনও ধর্ম ছেড়ে অধর্মের দিকে পা বাড়াবে না।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'আদেশটা অমান্য করলে তোমাদের নির্মম দণ্ড ভোগ করতে হবে।' জাষ্টিন

উত্তর দেন, ‘আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের খাতিরেই যদি আমাদের দণ্ড ভোগ করতে হয়, তাহলে আমাদের ভরসাই যে আমরা পরিত্রাণ পাব; কেননা এতেই আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার সার্বজনীন ও ভয়ঙ্কর বিচারমঞ্চে দাঁড়িয়েই আমরা পরিত্রাণ ও আশ্বাস পাব।’

অন্যান্য সাক্ষ্যমরও একই কথা বললেন: ‘আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, কিন্তু আমরা খ্রীষ্টান, আমরা দেবতাদের প্রতি বলি উৎসর্গ করি না।’

প্রদেশপাল রুস্তিকুস তখন দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করলেন: ‘যারা দেবতাদের প্রতি বলি উৎসর্গ করতে ও সম্রাটের আদেশ মেনে নিতে সম্মত হয়নি, কশাঘাতের জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হোক, ও বিধান অনুসারে তাদের শিরশ্ছেদ করা হোক।’

সাধু সাক্ষ্যমরবৃন্দ ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে নির্ধারিত স্থানে এসে পৌঁছলেন, ও নিজেদের শিরশ্ছেদে ত্রাণকর্তার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যদান পূর্ণ করলেন।

শ্লোক শিষ্য ২০:২০,২১,২৪; রো ১:১৬

প্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কথা প্রচার করার উদ্দেশ্যে আমি কোন কিছুতে কখনও
পিছটান দিইনি।
উ ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া: এই দায়িত্বই আমাকে দেওয়া হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।
প্র সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম।
উ ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া: এই দায়িত্বই আমাকে দেওয়া হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

২রা জুন

সাধু মার্সেলিন ও পিতর, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত ‘সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহদান’ ৪২-৪৩

তাঁরা যখন খ্রীষ্টের যন্ত্রণার অংশীদার হলেন, তখন তাঁর পুনরুত্থানেরও অংশীদার হবেন

আমরা যখন মৃত্যু থেকে জীবনেই, ফলে অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসেই উত্তীর্ণ হয়েছি, তখন সংসার যে আমাদের ঘৃণা করে তাতে আমরা যেন আশ্চর্য না হই। যে কেউ মৃত্যুতে থাকে, তেমন মানুষ, যারা মৃত্যুর অন্ধকারময় বাসস্থান থেকে জীবন্ত প্রস্তরে নির্মিত সেই জীবন-আলোপূর্ণ আবাসে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের ভালবাসতে পারে না। যীশু আমাদের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করলেন; এসো, আমরাও নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করি; তাঁরই জন্য উৎসর্গ করব, আমি তা বলি না, বরং নিজেদের জন্য ও তাদেরই জন্য যারা—আমি মনে করি—আমাদের সাক্ষ্যমরণে উপকৃত হবে।

হে খ্রীষ্টান, গৌরবের সময় এসেছে। প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা তো ছলনা করে না।* তেমন মাত্রায়ই *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে পবিত্র আত্মা দ্বারা!*

কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে, একথা যদি সত্য, তাহলে এসো, আমরা উদারতার সঙ্গেই প্রভুর যন্ত্রণা আলিঙ্গন করি; যারা কাঁদে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সেই প্রচুর সান্ত্বনা যদি বাসনা করি, তবে সেই যন্ত্রণা আমাদের মধ্যেও উপচে পড়ুক।

যারা যন্ত্রণাভোগ করে, তারা ততখানি সান্ত্বনার অংশীদার হবে, খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যতখানি আলিঙ্গন করে। তোমরা এসব কিছু তাঁরই কাছ থেকে শেখ, যিনি আস্থার সঙ্গে বলেছেন, *তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি*

সান্ত্বনারও সহভাগী।

নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে।* প্রভুর প্রতি আমাদের ভালবাসার জন্য আমরা যে এখন সংসারের সামনে শেকলক্লিষ্ট হয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গে চালিত হচ্ছি—পরাজিত নয়, বিজয়ীই হয়ে চালিত হচ্ছি, আমাদের জন্য এ সময়ের চেয়ে অধিক প্রসন্নতার সময় কি থাকতে পারে?

বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যমরবৃন্দ তাঁর সঙ্গে বিজয়ী হয়ে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নিরস্ত্র করেন, যাতে তাঁরা যেমন তাঁর যন্ত্রণার অংশীদার হয়েছেন, তেমনি মহাযোদ্ধার মত তিনি যে মহাকীর্তি সাধন করেছেন তাঁরা যেন সেই মহাকীর্তির অংশীদার হতে পারেন। অতএব, যে দিনে তোমরা এভাবে চল, সেই দিন ছাড়া আর কোন্ পরিত্রাণের দিন থাকতে পারে?

আমি কিন্তু তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটিয়ো না, যাতে আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; তোমরা বরং সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী; এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বল: *এখন কিসের অপেক্ষায় আছি, প্রভু? তোমাতেই শুধু আমার আশা।*

শ্লোক এফে ৬:১২,১৪,১৩ দ্রঃ

প্র আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যা স্বর্গীয় স্থানে বাস করে।
উ শক্ত হও, সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে থাক (আল্লেলুইয়া)।
প্র তোমরা ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার।
উ শক্ত হও, সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে থাক (আল্লেলুইয়া)।

৩রা জুন

সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - ইউগান্ডার সাক্ষ্যমরবৃন্দের সাধু-ঘোষণা কালে পোপ ৬ষ্ঠ পলের উপদেশ

সাক্ষ্যমরদের গৌরব হল নবজন্মের লক্ষণ

আফ্রিকার এই সাক্ষ্যমরবৃন্দ বিজয়ীদের তালিকায় তথা সাক্ষ্যমর-তালিকায় নাটকীয় ও চমৎকার এক পৃষ্ঠা যোগ দেন, এমন পৃষ্ঠা যা সত্যিকারে প্রাচীন আফ্রিকার সেই চমৎকার পৃষ্ঠাগুলোতেই যুক্ত হওয়ার যোগ্য যা অল্পবিশ্বাসী এই আধুনিক মানুষ আমরা মনে করছিলাম, তার যোগ্য ধারাবাহিকতা আর কখনও ঘটতে পারবে না।

উদাহরণ স্বরূপ, কেইবা কল্পনা করতে পারত যে, স্কিল্লিতানীয় সাক্ষ্যমরবৃন্দের, কার্থেজের সাক্ষ্যমরবৃন্দের ও উতিকার 'নির্মল জনরাশির' সাক্ষ্যমরবৃন্দের সেই হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর সঙ্গে যা বিষয়ে সাধু আগস্তিন ও প্রুদেন্তিউস স্মৃতি রেখে গেলেন, এবং মিশরেরও সাক্ষ্যমরবৃন্দের কাহিনীর সঙ্গে যা বিষয়ে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের গুণকীর্তন আমরা রক্ষা করি, এবং ভান্ডাল নির্যাতনের সময়ে সেই সাক্ষ্যমরবৃন্দেরও কাহিনীর সঙ্গে আজকালেও এমন কাহিনী যুক্ত হবে যা সেগুলোর চেয়ে কম বীর্যপূর্ণ নয়, কম উজ্জ্বলও নয়!

কেই বা অনুমান করতে পারত যে, সিপ্রিয়ান, ফেলিসিতা ও পের্পেতুয়া ও সেই সর্বোত্তম আগস্তিনের মত আফ্রিকার সাক্ষ্যমর ও সাক্ষ্যদাতাদের ঐতিহাসিক মহাব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা একদিন চার্লস লুয়াঙ্গা, মাথিয়াস মুলুম্বা কালেম্বা ও তাঁদের কুড়িজন সঙ্গীর প্রিয় নামও যুক্ত করব?

তাছাড়া আমরা তাঁদেরও কথা বিস্মৃত হতে চাই না, যাঁরা এ্যাংলিকান মণ্ডলীভুক্তদের হয়ে খ্রীষ্টনামের জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন।

আফ্রিকার এ সাক্ষ্যমরবৃন্দ নতুন এক যুগের প্রবর্তন করছেন। অবশ্য, আমরা তো নির্যাতন ও ধর্মীয়

বিরোধিতার কথা ভাবতে চাচ্ছি না, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ও নৈতিক নবজন্মেরই কথা ভাবছি। যাঁরা নবযুগের প্রথম সাক্ষ্যমর, এই সাক্ষ্যমরদের রক্তে মাখা হয়ে আফ্রিকা স্বাধীন ও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরুত্থান করছে—এঁদের প্রাণোৎসর্গ এতই মহান ও মূল্যবান যে, ঈশ্বর করুন, এঁরাই হোন শেষ সাক্ষ্যমর।

যে দুঃখজনক ঘটনা তাঁদের গ্রাস করল, তা এতই অবর্ণনীয় ও ভাবপূর্ণ যে, নতুন এক জাতির নৈতিক গঠনের জন্য ও নতুন এক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট আদর্শমূলক অবদান রাখতে পারে; তাতে এমন এক উত্তরণ চিহ্নিত ও উদ্দীপিত হবে, যা সেই আদিকালীন ঐতিহ্য থেকে, যা উত্তম মানব-মূল্যবোধের অধিকারী হয়েও তবু কলুষিত, দুর্বল ও প্রায়ই নিজেরই দাস, এমন ঐতিহ্যে উত্তীর্ণ হবে যা আত্মার ঊর্ধ্বতর প্রেরণার প্রতি ও সামাজিকতার ঊর্ধ্বতর অভিব্যক্তির প্রতি উন্মুক্ত।

শ্লোক

প্র আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:
উ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।
প্র এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।
উ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

৫ই জুন

সাধু বনিফাস, ধর্মপাল ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বনিফাসের পত্রাবলি **পত্র ৭৮**

তিনি এমন তৎপর পালক যিনি খ্রীষ্টের পালের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলেন

মণ্ডলী এমন এক মহা জাহাজের মত, যা জগৎ-সাগরে বয়ে যায়। বিভিন্ন বিরোধিতার তরঙ্গরাশির আঘাতে আঘাতে আলোড়িত হয়েও সে দিশেহারা হয় না, বরং পরিচালনাই করতে থাকে।

তার মহাচালক ছিলেন সেই প্রথম পিতৃগণ, যথা রোমে ক্লেমেণ্ট, কর্নেলিউস ও অন্যান্য অনেকে, কার্থেজে সিপ্রিয়ান, ও আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে আথানাসিউস। বিধর্মী সম্রাটদের আমলে তাঁরাই খ্রীষ্টের জাহাজ, এমনকি তাঁর প্রিয়তমা কনেকে চালিত করেছিলেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সংগ্রাম ও পরিশ্রম করেছিলেন, এবং রক্তদান পর্যন্তই নিপীড়ন সহ্য করেছিলেন।

একথা আর এধরনের অন্যান্য কথা চিন্তা করে আমি ভীষণ ভয়ে অভিভূত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম, ও আমার পাপকর্মের অন্ধকার আমাকে প্রায় গ্রাস করল। একারণে আমার ইচ্ছা ছিল, আমি পিতৃগণের মধ্যে বা পবিত্র শাস্ত্রে তেমন উদাহরণ পেলে মণ্ডলীর হাল একেবারে ছেড়ে দেব। কিন্তু তেমন কিছু করতে না পেরে আমার শ্রান্ত প্রাণ তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয় যিনি সলোমনের মধ্য দিয়ে বলেন, *সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ, তোমার নিজের বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রেখো না। তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর, তবে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন;* এবং অন্য স্থানে, *প্রভুর নাম সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্মিক তাতে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে থাকে।*

এসো, আমরা ধর্মময়তায় নিষ্ঠাবান থাকি; এসো, পরীক্ষার জন্য আমাদের আত্মা প্রস্তুত করে রাখি, যাতে ঈশ্বরের সহায়তা পেতে পারি। এসো, তাঁকে বলি, *ওগো প্রভু, যুগযুগ ধরে তুমি হলে আমাদের আশ্রয়দুর্গ।*

যিনি আমাদের মাথায় এই বোঝা চাপিয়ে দিলেন, এসো, তাঁরই সাহায্যে তা বহন করে চলি। তিনি তো সর্বশক্তিমান; তিনি আরও বলেন, *আমার জোয়াল সুবহ, আমার বোঝা লঘুভার।*

এসো, প্রভুর সেই দিন পর্যন্ত সংগ্রামে অটল থাকি, কেননা ইতিমধ্যে দুর্দশা ও সঙ্কটের কতগুলো দিন দ্বারাই না আমরা আক্রান্ত হয়েছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমাদের পিতৃগণের পুণ্য বিধি-নিয়মের জন্য আমাদের মৃত্যুও বরণ করতে হবে, যাতে তাঁদের সঙ্গে শাশ্বত সম্পদ পেতে পারি।

আমরা যেন না হই তেমন বোবা কুকুরের মত যা নির্বাক্ দর্শকের মত, যেন না হই সেই বেতনভোগীদের মত যারা নেকড়ে দেখে পালায়; বরং আমরা যেন খ্রীষ্টের পালের উপর সজাগ ও তৎপর পালকই হতে পারি। এসো, ঈশ্বরের পরিকল্পনা বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন সকলেরই কাছে প্রচার করি, তা ঘোষণা করি সর্বশ্রেণী ও সর্ববয়সের সকল মানুষেরই কাছে—যতক্ষণ প্রভু আমাদের শক্তি দেন, ততক্ষণ। তা যেন সময়ে অসময়েই করে থাকি, ঠিক যেভাবে সাধু গ্রেগরি আপন লেখা 'পালকীয় নিয়ম'-এ লিখেছিলেন।

শ্লোক ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯

℟ তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:
℣ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে (আল্লেলুইয়া)।
℟ আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন:
℣ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে (আল্লেলুইয়া)।

৬ই জুন

সাধু নরবার্ট, ধর্মপাল

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু নরবার্টের জীবনকাহিনী

বড়দের মধ্যে বড়, ছোটদের মধ্যে ছোট

যাঁরা গ্রেগরীয় পুনঃসংস্কারে অধিক কার্যকর হয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে নরবার্ট বিশেষ স্থানের অধিকারী হবার যোগ্য। তিনি চাইলেন, পুরোহিতবর্গ সঙ্গত প্রস্তুতি পাবে, সুসমাচারের আদর্শ অনুযায়ী জীবনে ও প্রৈরিতিক জীবনে নিয়োজিত থাকবে, শুচি ও দীনহীন হবে, 'নবমানুষের পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করবে: তথা ধর্মীয় পোশাক ও যাজকীয় মর্যাদার পোশাক,' এবং পরিশেষে 'পবিত্র শাস্ত্রের অনুসরণ করবে ও খ্রীষ্টকেই দিশারী রূপে গ্রহণ করতে' চিন্তিত থাকবে। পুরোহিতবর্গকে তিনি সাধারণত তিনটে বিষয়ে চেতনা দিতেন: 'যজ্ঞবেদি ও ঐশদায়িত্বের সম্মানার্থে শুচিতা, সাধারণ সভায় অপরাধ ও অবহেলার সংস্কার, ও গরিবদের প্রতি আতিথেয়তা।'

তিনি আরও চাইলেন, ধর্মগৃহে যাঁরা প্রেরিতদূতদের প্রতিনিধি ছিলেন, সেই পুরোহিতদের সঙ্গে—আদিমণ্ডলীর সাদৃশ্যে—ধর্মসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নর-নারী বিশ্বাসীবর্গের এমন বিরাট সংখ্যা যোগ দেওয়া হবে যা প্রৈরিতিক কাল থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে কেউই কখনও পারেনি।

মহাধর্মপাল পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নিজ ধর্মভাইদের ডেকে আনলেন, তাঁরা যেন ভেন্দি অঞ্চলকে বিশ্বাসের পথে আনেন। নিজ ধর্মপ্রদেশের পুরোহিতবর্গ ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের সংস্কারের দিকে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, যদিও জনগণের মধ্যে যথেষ্ট কোলাহল ও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল।

তাঁর প্রথম চিন্তা এ ছিল, মাণ্ডলিক নির্বাচনের স্বাধীনতা বজায় রেখে যেন প্রৈরিতিক আসন ও সাম্রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্রৈরিতিক আসন ও সাম্রাজ্য উভয়ই তাঁর মধ্যস্থতায় এত খুশি হলেন যে পোপ দ্বিতীয় ইন্নসেণ্ট তাঁকে এ পত্র লিখলেন: 'প্রৈরিতিক আসন আপনাকে গভীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আপনি যে তত বিশ্বস্ত সন্তান!' এবং সম্রাট তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত করলেন।

তিনি সবকিছু নির্ভীক বিশ্বাসের সঙ্গেই করলেন। লোকে বলত, 'ক্লেরভোর বার্নার্ডে প্রেম যত উজ্জ্বল, নরবার্টে

বিশ্বাস তত উজ্জ্বল।’

ব্যবহারে শালীনতারও অভাবী ছিলেন না; বাস্তবিকই তিনি সকলের প্রতি হৃদ্যতা দেখাতেন: ‘বড়দের সঙ্গে বড়, ছোটদের সঙ্গে ছোট।’

অবশেষে, তাঁর কথা ছিল অধিক কার্যকর। মনশ্চক্ষু ঐশবিষয়ে নিত্যই নিবদ্ধ রেখে তিনি তা অবিরত ধ্যান করতেন; এবং চারদিকে নির্ভয়ে প্রচার করলেন ‘ঈশ্বরের সেই বাণী যা রিপু উচ্ছেদ করে, সদ্‌গুণের দিকে মন উদ্দীপিত করে, ও আগ্রহী প্রাণকে প্রজ্ঞায় ধনবান করে।’

শ্লোক ২ তি ৪:২,৫; শিষ্য ২০:২৮ দ্রঃ

প্র বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল, অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর;
উ দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচার-কাজ চালিয়ে যাও (আল্লেলুইয়া)।
প্র যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাক, ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে পালন কর।
উ দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচার-কাজ চালিয়ে যাও (আল্লেলুইয়া)।

৯ই জুন

সাধু এফ্রেম, পরিসেবক ও আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু এফ্রেমের উপদেশাবলি **চরমদিন ২:৪-৫**

ঐশসঙ্কল্প ও আধ্যাত্মিক জগৎ

প্রভু, তোমার প্রজ্ঞার উজ্জ্বল দিন উদ্ভাসিত কর, ও আমাদের অন্তর থেকে অন্ধকারময় রাত্রি দূর করে দাও, আলোকিত হয়ে অন্তর যেন শুচিতার নবীনতায় তোমার সেবা করে। সূর্যোদয় মরণশীলদের দৈনিক কাজের সূচনা চিহ্নিত করে; তাই প্রভু, এমনটি দাও, যেন আমাদের অন্তরে অস্তহীন দিন নিত্যই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এমনটি দাও, যেন আমরা নিজেদের অন্তরে পুনরুত্থানের জীবন দেখতে পাই, কোন কিছুই যেন আমাদের প্রাণ তোমার আনন্দ থেকে হরণ না করে। প্রভু, সূর্যোদয়ের সঙ্গে যে দিনটির সূচনা হয় না, এমন দিনটির চিহ্ন আমাদের অন্তরে মুদ্রাঙ্কিত কর, তোমার অন্বেষণ করার অবিরত আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে সঞ্চার কর।

প্রতিদিন সাক্রামেন্তের আকারে তোমাকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের হৃদয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই। আমাদের যোগ্য করে তোল, আমরা যেন নিজেদের মধ্যে প্রত্যাশিত পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা করতে পারি। দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ দ্বারা আমরা আমাদের সত্তায় তোমার ধন লুকিয়ে রেখেছি, সেই যে ধন তোমার সাক্রামেন্তের অন্নভোজে বৃদ্ধি পায়: বর প্রদান কর, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ নিয়ে আনন্দ করতে পারি। নিজেদের মধ্যে আমরা তোমার সেই পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষিত রাখি যা তোমার আত্মিক অন্নভোজে তুলে আনি: তোমার প্রসন্নতায় আমরা যেন সেই স্মৃতি শাশ্বত নবজন্মেই সম্পূর্ণরূপে মূর্ত করতে পারি।

যে আত্মিক কান্তি তোমার অমর ইচ্ছা মানবদশাতেও জাগায়, তা যেন আমাদের উপলব্ধি করতে দেয় আমাদের মর্যাদা কতই না মহান। হে আমাদের ত্রাণকর্তা, তোমার ক্রুশারোপণ দৈহিক জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল: অনুগ্রহ কর, আমরা যেন আমাদের আত্মা আত্মিকভাবে ক্রুশে দিই। হে যীশু, তোমার পুনরুত্থান আমাদের মধ্যে আত্মিক মানুষের বৃদ্ধি ঘটায়: তোমার রহস্যগুলির দর্শন যেন এমন দর্পণের মত হয় যাতে তার পরিচয় পেতে পারি।

হে আমাদের ত্রাণকর্তা, তোমার সুব্যবস্থায় আমাদের পরিত্রাণের গোটা জগৎ নিরূপিত: শক্তি দাও, আমরা যেন আত্মিক মানুষ রূপেই তার অনুসরণ করি। প্রভু, আমাদের অন্তর তোমার ঐশপ্রকাশ থেকে বঞ্চিত করো না, আমাদের অঙ্গগুলিকেও তোমার কোমলতার উত্তাপ থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না। আমাদের দেহে নিহিত মরণশীলতা আমাদের মধ্যে ক্ষয়শীলতা সঞ্চার করে: তোমার আত্মিক প্রেমের বর্ষণ যেন আমাদের হৃদয় থেকে মরণশীলতার

সমস্ত ফল মুছে দেয়। প্রভু, আমাদের এমনটি দাও, যেন আমাদের স্বর্গীয় মাতৃভূমির দিকে দ্রুতপদে এগতে পারি, ও সিনাই পর্বতে মোশীর মত আমরাও যেন তোমার আত্মপ্রকাশের ফলেই তা লাভ করতে পারি।

শ্লোক সিরা ৪৭:৮,৯,১০ দ্রঃ

প্র সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করলেন, এবং তাঁর আপন নির্মাতাকে ভালবাসলেন;
উ তিনি যজ্ঞবেদির সামনে গায়কদল রাখলেন, ও তাদের বাদ্য-ঝঙ্কারে সঙ্গীত মধুর করলেন (আল্লেলুইয়া)।
প্র যাতে ঈশ্বরের পবিত্র নাম হয় প্রশংসার পাত্র, ও পবিত্রধামে ভোর থেকেই ধ্বনিত হয় স্তুতিগান,
উ তিনি যজ্ঞবেদির সামনে গায়কদল রাখলেন, ও তাদের বাদ্য-ঝঙ্কারে সঙ্গীত মধুর করলেন (আল্লেলুইয়া)।

১১ই জুন

সাধু বার্নাবাস, প্রেরিতদূত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে আকুইলেয়ার ধর্মপাল সাধু ক্রমাতিউসের ব্যাখ্যা ৫ম বিভাগ ১:৩-৪

তোমরা জগতের আলো

তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে।

প্রভু আপন শিষ্যদের 'পৃথিবীর লবণ' বলেছিলেন, কেননা তাঁরা দিব্য প্রজ্ঞা দ্বারা সেই মানুষেরই অন্তরে স্বাদ দিয়েছিলেন যারা শয়তান দ্বারা নিঃস্বাদ হয়ে পড়েছিল। এখন তিনি তাঁদের 'জগতের আলো'ও বলছেন, কারণ সত্যকার ও দিব্য আলো দ্বারা, তথা আলোস্বরূপ তাঁর নিজেরই দ্বারা আলোকিত হয়ে তাঁরাও অন্ধকারে জাজ্বল্যমান আলো হয়ে উঠেছেন।

তিনি ধর্মময়তার সূর্য; এজন্য সঠিকভাবেই তাঁর আপন শিষ্যদেরও জগতের আলো বলছেন, কেননা দীপ্তিময় কিরণের মত তাঁদেরই দ্বারা তিনি তাঁর আপন সত্যের আলোয় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করেছেন। সত্যের আলো বিকশিত করে তাঁরা মানুষের হৃদয় থেকে ভুলভ্রান্তির অন্ধকার দূর করে দিয়েছেন।

আমরাও তাঁদের দ্বারা আলোকিত হলাম, ফলে অন্ধকার থেকে আমরা আলোতেই রূপান্তরিত হয়েছি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন: *তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল।* আবার: *তোমরা তো রাত বা অন্ধকারের সন্তান নও, কিন্তু আলো ও দিনেরই সন্তান।* এজন্য সাধু যোহনও নিজ পত্রে সঙ্গতভাবেই লিখে রেখে গেছেন, *ঈশ্বর আলো,* এবং যে কেউ ঈশ্বরে থাকে সে আলোতেই বিরাজ করে। সুতরাং, যেহেতু ভুলভ্রান্তির অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছি বিধায় আমরা আনন্দিত, সেজন্য এ যুক্তিসঙ্গত যে, আলোর সন্তান বলে আমাদের সবসময়ই সেই আলোতে চলতে হবে।

এজন্য প্রেরিতদূত এ কথাও বলেন, বিশ্বস্তভাবে *জীবনবাণী আঁকড়ে ধরে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল হও।*

এভাবে ব্যবহার না করলে আমরা আমাদের নিজেদের ও সকলেরই ক্ষতি ঘটিয়ে, যে আলো সকলেরই উপকারের জন্য জ্বলে, তা আমাদের অবিশ্বস্ততার পরদা দিয়ে লুক্কায়িত ও আচ্ছন্ন করব। আমরা তো জানি, সেই উপমাটিও পড়েছি: সেই কর্মচারী যে টাকাটা স্বর্গলোক অর্জনের জন্য পেয়েছিল তা ব্যাংকে জমা না রেখে বরং লুক্কায়িত রেখেছিল, ফলে উপযুক্ত শাস্তিতে দণ্ডিত হয়েছিল।

যে আধ্যাত্মিক প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে আমরা যেন তার সাহায্যে পরিত্রাণ পাই, তা আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান থাকার কথা। আমাদের হাতে রয়েছে ঐশআজ্ঞাগুলি ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের প্রদীপ যা সম্বন্ধে দাউদ বলেন, *তোমার আজ্ঞা আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।* এবিষয়ে সলোমনও বলেন, *বিধানের আজ্ঞা প্রদীপেরই মত।* তাই আমাদের পক্ষে বিধান ও বিশ্বাসের এ প্রদীপ লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। আমাদের

বরং মন্ডলীতে তা উচ্চস্থানে রাখতে হবে, দীপাধারের উপরেই যেন, যাতে করে তা দ্বারা অনেকের পরিত্রাণ হতে পারে; আমরা নিজেরাও যেন স্বয়ং সত্যের আলোতে সান্ত্বনা পাই, সকল বিশ্বাসীও যেন আলোকিত হয়।

শ্লোক শিষ্য ১১:২৩-২৪ দ্রঃ

প্র বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন।
উ তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি (আল্লেলুইয়া)।
প্র তিনি সকলকে একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকতে উৎসাহিত করলেন।
উ তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি (আল্লেলুইয়া)।

১৩ই জুন

পাদুয়ার সাধু আন্তনি, পুরোহিত ও আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - পাদুয়ার সাধু আন্তনির উপদেশাবলি **১:২২৬**

উপদেশ তখনই কার্যকর, যখন কাজকর্মই কথা বলে

পবিত্র আত্মায় যে পরিপূর্ণ, সে নানা ভাষায় কথা বলে। নানা ভাষা বলতে খ্রীষ্ট বিষয়ে বিবিধ সাক্ষ্যদান বোঝায়: তাই আমরা অপরের কাছে বিনম্রতা, দরিদ্রতা, ধৈর্য ও বাধ্যতার কথা তখনই বলি যখন দেখাতে পারি যে, এসব সদ্‌গুণ আমাদের জীবনাচরণে প্রকাশ পায়। তখনই একটি উপদেশ কার্যকর ও উজ্জ্বল, যখন কাজকর্মই কথা বলে। অনুরোধ করি: কথার স্রোত বন্ধ হোক, কাজকর্মই কথা বলুক। দুঃখের বিষয়, আমরা কথায় ধন্য, কাজে শূন্য; ফলে আমরা প্রভুর অভিশাপের পাত্র, কেননা তিনি সেই ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন পাতা ছাড়া যার কোনও ফল ছিল না। মহাপ্রাণ গ্রেগরি একথা বলেন, 'এটি হোক প্রচারকের নিয়ম: তিনি যা প্রচার করেন, তা নিজের জীবনে মূর্ত করুন।' কাজকর্ম দ্বারা যে আপন প্রচারিত তত্ত্ব ধ্বংস করে, ঐশবিধান সম্বন্ধে তার যত জ্ঞান থাকুক না কেন, তা নিয়ে গর্ব করা বৃথা।

প্রেরিতদূতেরা *পবিত্র আত্মার দেওয়া বাক্‌শক্তি অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।* তাই, সুখী সেই মানুষ যে আপন খেয়াল খুশিমত নয়, বরং সেই আত্মার প্রেরণা অনুসারেই কথা বলে। বাস্তবিকই এমন কেউ কেউ আছে, যারা খেয়াল খুশিমতই কথা বলে, বা পরের কথা চুরি করে নিজেদেরই বলে তা প্রচার করে। এপ্রকার লোক সম্বন্ধে প্রভু যেরেমিয়াকে বলেন: *এজন্য দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা একে অপরের কাছ থেকে আমার বাণী চুরি করে নেয়। দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা কেবল জিহ্বা নাড়ায়, অথচ বলে 'প্রভুর উক্তি!' দেখ, আমি সেই মিথ্যা স্বপ্নের নবীদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা নিজেদের সেই স্বপ্ন বর্ণনা করে ও মিথ্যাকথা ও দাম্ভিকতা দ্বারা আমার জনগণকে ভ্রান্ত করে। আমি তাদের পাঠাইনি, তাদের কোন আজ্ঞাও দিইনি; তারা এই জনগণের কিছুমাত্র উপকারে আসবে না। প্রভুর উক্তি।*

অতএব, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের যা দেওয়া হয়, এসো, সেই অনুসারেই কথা বলি; বিনম্রতার সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চার করেন যার ফলে আমরা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধতায় ও দশ আজ্ঞা পালনে পঞ্চাশত্তমী দিন পুনরায় ঘটাতে পারি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রাণ গভীর অনুতাপের প্রেরণায় পরিপূর্ণ করেন, বিশ্বাস-স্বীকারের উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ে সেই অগ্নিময় জিহ্বাগুলো জ্বালান; তবেই আমরা নিখিল সাধুসাধ্বীর জ্যোতিতে জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় হয়ে একমাত্র ও ত্রিব্যক্তিত্ব পরমেশ্বরের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠব।

শ্লোক হো ১৪:৬; সাম ৯২:১৩; সিরা ২৪:১-২ দ্রঃ

প্র ধার্মিক মানুষ লিলিফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে
উ ও প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

℣ সে পবিত্রজনদের জনমণ্ডলীতে প্রশংসার পাত্র হবে,
℟ ও প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

১৯শে জুন

সাধু রমুয়াল্‌দ, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দামিয়ান-লিখিত 'সাধু রমুয়াল্‌দের জীবনচরিত' ৩১ ও ৬৯শ অধ্যায়

নিজেকে অস্বীকার করে তিনি খ্রীষ্টেরই অনুসরণ করলেন

পারেঞ্চো শহরে তিন বছর থাকাকালে রমুয়াল্‌দ প্রথম বছরে একটি মঠ স্থাপন করলেন ও সেখানে একজন আব্বা ও দু'জন ব্রাদার রাখলেন, কিন্তু বাকি দুই বছরে তিনি একাকী হয়ে নির্জনে থাকলেন। তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁকে এমন উচ্চতায় ও এমন সিদ্ধতার পর্যায়ে উন্নীত করল যে, পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এমন কতগুলো বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন যা পরবর্তীকালে সঠিকভাবেই মূর্ত হল, ও উপলব্ধি-শক্তি দ্বারা পুরাতন ও নূতন নিয়মের রহস্যগুলির অর্থ বুঝতে পারলেন।

বাস্তবিকই ঈশ্বরদর্শন তাঁকে এমন তীব্রভাবেই আঁকড়ে ধরত যে, তিনি কেমন যেন অশ্রুজলে বিগলিত হয়ে ও ঈশ্বরের প্রতি অবর্ণনীয় অনুরাগে উদ্দীপ্ত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতেন: 'হে প্রিয় যীশু, হে আমার প্রাণের শান্তি, হে অনির্বচনীয় বাসনা, হে স্বর্গদূত ও সাধুসাধ্বীর মাধুর্য ও পরিতৃপ্তি' ইত্যাদি ধরনের বচন বলে চলতেন। পবিত্র আত্মার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে তিনি যা যা বলতেন, আমরা মানবীয় ভাষায় তা ব্যক্ত করতে, তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশও ব্যক্ত করতে অক্ষম।

সাধুজী যেখানে বাস করতে সঙ্কল্প নিতেন, সেখানে প্রথমে একটা কক্ষে একটা প্রার্থনা-গৃহ ও একটা যজ্ঞবেদি নির্মাণ করতেন, তারপর তার ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ করতেন, ও সেখানে প্রবেশ করতে সকলকেই নিষেধ করতেন। তিনি নানা স্থানেই বাস করলেন। শেষে যখন তিনি অনুভব করলেন তাঁর আয়ুর দিন শেষ করার সময় প্রায় এসে গেছে, তখন কাস্ত্র উপত্যকায় যে মঠ নির্মাণ করেছিলেন সেই মঠে ফিরে গেলেন, ও সেখানে মৃত্যুকে নির্ভয়ে অপেক্ষা করতে করতে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি প্রার্থনা-গৃহ সহ একটা কক্ষ নির্মাণ করবেন যেখানে সংসারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার দিন পর্যন্ত একাকী হয়ে নির্জনে থাকবেন।

অতএব, বিজনাশ্রমটি নির্মাণ করে তিনি তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময় তাঁর দেহ বার্ধক্যের চেয়ে অসুস্থতারই কারণে হঠাৎ বলহীন হতে লাগল। শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছিল ও অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এমন অবস্থায় তিনি একদিন সূর্যাস্তের সময়ে সেই দু'জন ভাইকে কক্ষ থেকে বিদায় দিলেন যাঁরা তাঁর শুশ্রূষা করছিলেন, ও তাঁদের এ আদেশ দিলেন যেন দরজা বন্ধ করে কেবল পরদিনেই উষাজাগরণীর জন্য ফিরে আসেন। তাঁরা কিন্তু তাঁর মারাত্মক অবস্থায় চিন্তিত হয়ে মনের অসন্তোষেই চলে যেতে সম্মত হলেন। তবু দূরে না গিয়ে তাঁরা বরং কাছাকাছি স্থানে কান পেতে থাকলেন। এক সময়ে যখন আর কিছুই শুনতে পেলেন না, তখন শীঘ্রই ভিতরে ফিরে এলেন, ও বাতি জ্বালিয়ে দেখলেন, সাধুজী ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তাঁর ধন্য আত্মা স্বর্গের দিকে রওনা হয়েছে: সেই অমূল্য রত্না যার মূল্য সংসারের কাছে অজানা হয়ে থাকছিল, তা সর্বোত্তম রাজার ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত হচ্ছিল।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ২:৭; ৮:৫ দ্রঃ

℣ প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন; এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন।
℟ তোমার পরমেশ্বর প্রভু সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।
℣ পিতা যেমন সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করেন, তেমনি প্রভু তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেন ও চালনা করেন।
℟ তোমার পরমেশ্বর প্রভু সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

২১শে জুন

সাধু আলুইস গঞ্জাগা, ধর্মব্রতী

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মাতার কাছে সাধু আলুইস গঞ্জাগার পত্র **সাধুসাধ্বীর কর্মকাহিনী, জুন ৫,৮৭৮**

আমি প্রভুর অনুগ্রহের নিরন্তর গুণকীর্তন করব

শ্রদ্ধেয়া, আমি আপনার উপর পবিত্র আত্মার দান ও অশেষ সান্ত্বনা প্রার্থনা করি। তারা যখন আপনার পত্র আমাকে এনে দিল, তখনও আমি এ মৃত্যু-দেশে ছিলাম। কিন্তু আসুন, সাহস ধরি, ও আমাদের আকাঙ্ক্ষা স্বর্গের দিকে ধাবিত করি: সেখানে, সেই জীবিতদের দেশেই আমরা সনাতন ঈশ্বরের প্রশংসা করব। আর আমি, আমি তো বহুদিন থেকেই সেখানে থাকতে বাসনা করে আসছি, এবং সত্যকথা বলতে গিয়ে, এখনকার আগেও সেদিকে রওনা হতে আশা করে আসছি।

সাধু পলের বাণী অনুসারে, ভালবাসা মানে আনন্দিতদের সঙ্গে আনন্দ করা ও শোকার্তদের সঙ্গে চোখের জল ফেলা।

এজন্য, শ্রদ্ধেয়া, আপনার উচিত মহা আনন্দে মেতে ওঠা, কেননা আপনার পুণ্যেই ঈশ্বর আমাকে প্রকৃত সুখ দেখাচ্ছেন ও তাঁকে হারাবার ভয় থেকে আমাকে মুক্ত করছেন। শ্রদ্ধেয়া, আমি আপনাকে আমার এ অন্তরের কথা জানাচ্ছি যে, অতলন্ত ও সীমাহীন সাগর স্বরূপ সেই ঐশভালবাসা বিষয় ধ্যান করতে করতে আমার মন দিশেহারা হয়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারছি না, প্রভু কেমন করেই বা আমার সামান্য ও ক্ষণিকের পরিশ্রমের দিকে চেয়ে দেখছেন, পুরস্কারস্বরূপ আমাকে শাশ্বত বিশ্রাম দান করছেন, স্বর্গ থেকে সেই সুখ ভোগ করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যার অন্বেষণ আজ পর্যন্ত আমি শিথিলভাবেই করে এসেছি, এবং এই আমারই কাছে সেই ধন অর্পণ করছেন যা মহা পরিশ্রমের ও অশ্রুজলের পুরস্কার—অথচ সেই ধনের জন্য আমি খুবই কম অশ্রুজল ফেলেছি!

শ্রদ্ধেয়া, সতর্ক থাকুন, পাছে ঈশ্বরের সামনে যে জীবিত, তাকে মৃত বলে গণ্য করে আপনি তার জন্য শোক করায় ঈশ্বরের অসীম মঙ্গলময়তার অপমান করেন; কেননা এজীবনে থাকার চেয়ে বরং নিজ প্রার্থনার পুণ্যফলেই সে আপনার প্রয়োজনে অধিক সহায়তা করতে পারে।

বিচ্ছেদ তত দীর্ঘ হবে না; আমরা স্বর্গে আবার দেখা করব, ও আমাদের পরিত্রাণের সাধকের সঙ্গে একসঙ্গে মিলে অফুরন্ত আনন্দ ভোগ করব—প্রাণের সাধ্যমত তাঁর প্রশংসাগান করব ও তাঁর সমস্ত অনুগ্রহদানের নিরন্তর গুণকীর্তন করব। তিনি আমাদের কাছ থেকে তা-ই নিচ্ছেন, আগে যা দিয়েছিলেন; কিন্তু তাই করছেন যাতে পুনরায় তা এমন স্থানেই গড়তে পারেন যা অধিক নিরাপদ ও অগম্য; আরও, তিনি তাই করছেন যাতে আমাদের সেই সমস্ত মঙ্গলদানে ভূষিত করতে পারেন যা আমরা নিজেরাই বেছে নিতাম।

আমার উদ্দীপ্ত বাসনার প্রতি বাধ্যতার খাতিরেই তো আমি এ সমস্ত কথা বলেছি, আপনি যেন, শ্রদ্ধেয়া, ও আপনার সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়স্বজনও আমার বিদায় আনন্দজনক ঘটনা বলে বিবেচনা করেন।

আর আপনি আপনার মাতৃসুলভ আশীর্বাদে আমার সহায়তা করতে রত থাকুন, কেননা ইতিমধ্যে আমি আমার সকল প্রত্যাশার বন্দর অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করছি। আমি আপনাকে লিখতে প্রীত হয়েছি কারণ আমার আর এমন কিছুই নেই যা দ্বারা আপনার কাছে সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ করতে পারি যা সন্তান রূপে মাতার প্রতি আমি দেখাতে বাধ্য।

শ্লোক সাম ৪১:১৩; ৮৩:১১ দ্রঃ

℟ প্রভু, আমার সরলতায়
℣ তুমি আমাকে সুস্থির রাখ, তোমার সম্মুখে আমাকে সংস্থিত কর চিরকাল।
℟ দুর্জনদের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে আমি বরং ঈশ্বরের গৃহে নিম্ন স্থানে প্রীত হয়েছি।

℟ তুমি আমাকে সুস্থির রাখ, তোমার সম্মুখে আমাকে সংস্থিত কর চিরকাল।

২২শে জুন

নোলার সাধু পাউলিনুস, ধর্মপাল

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি **পোপ আলিপিউসের কাছে ৩য় পত্র ১,৫,৬**

পবিত্র আত্মা দ্বারা
ঈশ্বর তাঁর সকল দাসের অন্তরে তাঁর ভালবাসা সঞ্চার করেন

এই তো সেই প্রকৃত ভালবাসা, এই তো সেই সিদ্ধ প্রেম যা আপনি, হে আমার সত্যকার মঙ্গলময়, কোমল ও প্রিয়তম প্রভু, আমাদের ক্ষুদ্রতার প্রতি পোষণ করতে দেখিয়েছেন। আমাদের জুলিয়ান কার্থেজ থেকে ফিরে আসছিল বিধায় আপনি তার হাতে যে পত্র ন্যস্ত করেছেন, তা আমরা পেয়েছি। পত্রটি আপনার সাধুতার এমন উজ্জ্বল জ্যোতি আমাদের এনে দেয় যাতে বলতে পারি যে, আমরা আপনার ভালবাসা জানি শুধু নয়, তার অতিরিক্ত প্রমাণও পেয়েছি। এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, তেমন ভালবাসা তাঁরই থেকে নির্গত যিনি জগৎসৃষ্টির সময় থেকে নিজের উদ্দেশে আমাদের নিরূপণ করেছেন। জন্ম নেবার আগেও আমরা তাঁর মধ্যে ছিলাম, কারণ আমরা নিজেদের নির্মাণ করিনি, তিনিই আমাদের নির্মাণ করলেন। তিনিই সেই সমস্ত কিছু গড়লেন যা ভবিষ্যতেই ঘটবার কথা।

তাঁর পূর্বজ্ঞান ও কর্ম দ্বারা আমরা এমনভাবেই গঠিত হয়েছি যাতে একই ইচ্ছা ও একই বিশ্বাসের অধিকারী হতে পারি, বা আরও সূক্ষ্মরূপে কথা বলতে গেলে, আমরা যেন সেই পরম ঐক্যেই বিশ্বাসী হই। আমরা ভালবাসা দ্বারাই সুসংবদ্ধ হয়েছি, যাতে পরস্পরকে দেখবার আগেও আত্মার ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেদের জানতে পারি।

সুতরাং, আসুন, প্রভুতে আনন্দ করি ও সান্ত্বনা পাই, কারণ সর্বদা অভিন্ন হয়ে থেকেও তিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সর্বস্থানে আপন ভক্তদের উপর আপন ভালবাসা বর্ষণ করেন। তিনি সেই আত্মাকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে সমস্ত সৃষ্টির উপরে বর্ষণ করেছেন, তাতে তাঁর জীবনদায়ী প্রেরণা দ্বারা ঈশ্বরের নগর আনন্দিত করে তুললেন। এ নগরের বাসিন্দাদের মাঝে তিনি সঙ্গতভাবেই আপনাকে এত উচ্চ পদে রাখতে ইচ্ছা করেছেন যে, আপনি *তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে* প্রৈরিতিক আসনে আসন নিয়েছেন। একই প্রকারে আমাদেরও আপনার একই নিয়তির অংশীদার করে তিনি মাটি থেকে আমাদের উন্নীত করেছেন ও আমাদের দীনতা থেকে আমাদের তুলে এনেছেন।

কিন্তু এর চেয়ে আমরা এতেই অধিক আনন্দিত যে, প্রভু আপনার হৃদয়ে আমাদের এতই ঘনিষ্ঠ এক স্থানের অধিকারী করেছেন যাতে আপনার বিশেষ স্নেহের পাত্র হতে পারি। ব্যাপারটা এমন যা বিনা প্রতিদানে থাকতে পারে না; এজন্য আমরা আপনার কাছে আমাদের অকপট ভালবাসা পুনরায় ঘোষণা করি।

এখন আমাদের এমনটি দিন, যেন আপনার কাছে আমাদের একটি বাসনা ব্যক্ত করতে পারি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একথা জেনে রাখুন যে, এ পাপী মানুষ কেবল এ উদ্দেশ্যেই অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়া থেকে বেরিয়েছে, জীবনদায়ী বাতাস শ্বাস নিয়েছে, লাঙলে হাত দিয়েছে ও কাঁধে খ্রীষ্টের ক্রুশ তুলে নিয়েছে, যাতে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে। ঠিক এ কারণেই আপনার প্রার্থনা আমাদের একান্ত দরকার। আপনার অন্যান্য গুণের সঙ্গে এটিকেও যোগ করুন: আপনার প্রার্থনায় আমাদের বোঝা লঘুভার করুন। যে সাধু—ভাই বলবার এমন সাহস আমার তো নেই!—শ্রান্ত মানুষকে সাহায্য দান করেন, তিনি মহানগরীর মতই উৎকীর্তিত হবেন। আপনার পুণ্য ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা একখানা রুটি প্রেরণ করেছি: সেই রুটি হল আমাদের ঐক্যের প্রতীক, আবার অনন্য পরিপূর্ণ ত্রিত্বেরও প্রতীক। প্রসন্ন হয়ে সেই রুটি খান, যাতে তা প্রসাদ হয়ে ওঠে।

শ্লোক সিরা ৩১:৮,১১,১০ দ্রঃ

℣ সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না:

ℝ্‌ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

℣ অপরাধ করতে পারলেও সে অপরাধ করেনি, অনিষ্ট করতে পারলেও সে তা করেনি:

ℝ্‌ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

একই দিন ২২শে জুন

ধর্মপাল সাধু জন ফিশার ও সাধু টমাস মোর, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - কন্যা মার্গারেটের কাছে কারারুদ্ধ সাধু টমাস মোরের পত্র **পৃঃ ৫৩০-৫৩২**

ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা রেখে
আমি তাঁরই হাতে নিজেকে সঁপে দিই

স্নেহের মার্গারেট, আমি জানি: আমার নিজের শঠতার জন্যই ঈশ্বরের বিসর্জনের যোগ্য হয়েছি; তথাপি তাঁর অসীম করুণায় আস্থা রাখায় আমি কখনও ক্ষান্ত নই, কেননা তাঁর অনুগ্রহ আজ পর্যন্ত আমাকে দৃঢ় করে রেখেছে, ও আমার হৃদয়ে এত আনন্দ ও সুখ সঞ্চার করেছে যে, নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে শপথ নেওয়ার চেয়ে আমি বরং আমার যত সম্পদ, মাতৃভূমি ও জীবন পর্যন্তই বিসর্জন দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি। তিনি রাজাকে আমার প্রতি প্রসন্ন করেছেন, তাই রাজা আমাকে কেবল স্বাধীনতাই থেকে বঞ্চিত করায় তুষ্ট হয়েছেন। আরও বলব: ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার এত উপকার করেছে ও এমন আত্মিক শক্তি দিয়েছে যার জন্য আমি এ কারাদণ্ডকে আমার উপর বর্ষিত উপকারগুলোর মধ্যে প্রধান উপকার বলে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

এজন্য আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারি না। তিনি ইচ্ছা করলে তবে রাজাকে আমার প্রতি প্রসন্ন রাখবেন যেন রাজা আমার কোন অনিষ্ট না ঘটান। কিন্তু তিনি যদি সিদ্ধান্ত নেন আমাকে আমার পাপরাশির জন্য কষ্টভোগ করতে হবে, তবে তাঁর অনুগ্রহ নিশ্চয়ই আমাকে এমন শক্তি দেবে যাতে সবকিছু সহিষ্ণুতার সঙ্গে, এমনকি হয় তো আনন্দের সঙ্গেও গ্রহণ করে নিতে পারি। তাঁর তিক্ততম যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে তাঁর অসীম করুণা এমনটি করবে, যাতে আমার দুঃখকষ্ট শৌচাগ্নি-স্থানের শাস্তি থেকে আমাকে মুক্ত করে, এমনকি স্বর্গে আমার আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কারের পাত্র করে তোলে।

স্নেহের মার্গারেট, নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করলেও তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ করতে আমি পারি না, চাইও না। আর যদিও ভয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়তাম, তবু তখনও সেই সাধু পিতরের কথা স্মরণ করতাম যিনি অল্পবিশ্বাসের কারণে বাতাসের প্রথম আঘাতে সাগরে ডুবে যাচ্ছিলেন, এবং আমিও তাঁরই মত করতাম, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে ডেকে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করতাম। আমি এতে নিশ্চিত যে, তিনি নিজ পুণ্যতম হাত আমার দিকে বাড়াবেন পাছে আমি সমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে ডুবে যাই। আর যদি তিনি এও হতে দেন যে, আমি সাধু পিতরের অনুকরণে অধিক নিম্নতর পর্যায়ে পড়ব, অর্থাৎ তাঁকে ত্যাগ করব, অস্বীকার করব, বারবারও অস্বীকার করব (হায় হায়, তাঁর ভক্তিময় যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে আমাদের প্রভু যেন এ শোচনীয় পরিণাম থেকে আমাকে রেহাই দেন; তেমন নিচতার মূল্যে আমার বিজয়ের চেয়ে আমার পরাজয়েরই ব্যবস্থা করুন!), তবু এক্ষেত্রেও তাঁর করুণায় আস্থা রাখায় ক্ষান্ত হব না, এ কথায় নিশ্চিত হয়ে যে, তিনি সাধু পিতরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন আমার উপরেও সেরূপ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করবেন ও পুনরায় আমাকে সোজা করে দাঁড় করাবেন যাতে আমি পুনরায় সত্য স্বীকার করি ও বিবেককে দোষমুক্ত করি—হ্যাঁ, আমার পূর্ব অস্বীকারোক্তির লজ্জা ও দণ্ড আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই ভোগ করতাম।

যাই হোক, স্নেহের মার্গারেট, আমি ভাল করেই জানি যে, আমার নিজের দোষেই ছাড়া তিনি আমাকে কখনও ত্যাগ করবেন না; এজন্য দৃঢ়তম আস্থায় পরিপূর্ণ হয়ে আমি তাঁরই হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিই। কিন্তু তবুও আমার পাপের ফলে তিনি যদি আমার মৃত্যু ঘটতে দেন, তবে আমার মধ্যে তাঁর ন্যায্যতাই প্রশংসিত হবে। সুতরাং, হে মার্গারেট, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ও এমন প্রত্যাশা পোষণ করি যে ঈশ্বরের স্নেহময় মমতা আমার দীনহীন প্রাণ ত্রাণ করবে ও আমাকে তাঁর করুণার গুণকীর্তন করতে দেবেন। এজন্য, হে স্নেহের কন্যা, ইহলোকে আমার যা কিছুই ঘটবে না কেন, তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না, কেননা ঈশ্বর ইচ্ছা না

করলে কিছুই ঘটে না; আর এবিষয়ে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, যা কিছু ঘটবে তা যতই অশুভ বলে মনে হবে না কেন, তবু প্রকৃতপক্ষে তা আমার মঙ্গলের জন্যই ঘটবে।

শ্লোক

℣ নিপীড়নে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যমরেরা স্বর্গের দিকে ফিরে বলছিলেন:
℟ প্রভু, তোমার কাজ সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন করতে আমাদের সহায়তা কর।
℣ তোমার দাসদের সাহায্য কর, তোমার হাতের রচনা সম্পন্ন কর।
℟ প্রভু, তোমার কাজ সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন করতে আমাদের সহায়তা কর।

২৪শে জুন

দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মতিথি

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - যেরে ১:৪-১০,১৭-১৯

নবীকে আহ্বান

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
'মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।'
তখন আমি বললাম,
'আঃ আঃ, প্রভু পরমেশ্বর!
দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়,
আমি তো বালকমাত্র।'
কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
'"আমি বালক" এমন কথা বলো না,
আমি বরং তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন, তুমি সেখানে যাবে,
এবং তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব, তা-ই বলবে।
তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'—প্রভুর উক্তি।
তখন প্রভু হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন,
'দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।
দেখ, আমি আজ
উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য,
গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য
সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।'
তাই তুমি কোমর বেঁধে নাও;
উঠে দাঁড়াও, আর আমি তোমাকে যা কিছু বলতে আজ্ঞা করি, সবই তাদের বল;
তাদের দেখে ভীত হয়ো না,
পাছে আমিই তাদের সামনে তোমাকে ভীত করি।
আর দেখ, আমি আজ সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে,

যুদার রাজাদের ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে,
তার যাজকদের ও দেশের লোকদের বিরুদ্ধে
তোমাকে করলাম সুরক্ষিত নগরস্বরূপ,
লোহার স্তম্ভ ও ব্রঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ।
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে পারবে না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

শ্লোক যেরে ১:৫,৯,১০

℣ মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানলাম; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি;
℟ আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।
℣ দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম; দেখ, আমি আজ তোমাকে সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।
℟ আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি উপদেশ ২৬

যোহন ও খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য

আমরা আজ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মতিথি পালন করছি। আমাদের প্রভুর জন্মতিথি ও সাধু যোহনের জন্মতিথি দু'টোই সঙ্গতভাবেই সারা বিশ্বে পালিত, কারণ দু'টোতেই মহা রহস্য নিহিত: বন্ধ্যা এক নারী যোহনের জন্ম দেন, একটি কুমারী খ্রীষ্টকে গর্ভধারণ করেন; এলিজাবেথে বন্ধ্যতা পরাভূত হয়, ধন্যা মারীয়াতে মানব-উদ্ভবের সাধারণ নিয়ম অপূর্ব নিয়মে পরিণত হয়। নিজ স্বামীর সঙ্গে মিলনের ফলেই এলিজাবেথ একটি সন্তানের জন্ম দেন, মারীয়া দূতের সংবাদে বিশ্বাস রেখে সন্তানকে গর্ভধারণ করেন। এলিজাবেথ এমন মানুষকে গর্ভধারণ করেন যিনি সাধারণ মানুষ, মারীয়া মানবেশ্বরকেই গর্ভধারণ করেন!

যোহন মহান বটে। স্বয়ং ত্রাণকর্তা তাঁর মাহাত্ম্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বললেন: *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।* তিনি সবার ঊর্ধ্বে, প্রতিটি মানুষের ঊর্ধ্বেই উৎকৃষ্ট; নবীদের চেয়ে মহান, কুলপতিদের চেয়েও মহত্তর মর্যাদার অধিকারী। নারীজাত যে কোন মানুষই তো যোহনের তুলনায় ছোট, কিন্তু কুমারীর সন্তান তাঁর চেয়ে মহান, যেমন স্বয়ং যোহনই স্বীকার করে বলেন: *যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, আর আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই।*

আমাদের প্রভুর অগ্রদূতের জন্মে ও আমাদের মুক্তিসাধকের জন্মে এ রহস্য নিহিত: নবীর জন্ম আমাদের দীনতার প্রতীক, কিন্তু প্রভুর জন্ম আমাদের উন্নয়নেরই প্রতীক। যোহন তখনই জন্ম নেন যখন দিন ছোট হতে যাচ্ছে, খ্রীষ্ট তখনই জন্ম নেন যখন দিন বড় হতে শুরু করছে, কেননা এ সঙ্গত ছিল যে, মানুষের সম্মানের ঘাটতি হোক ও ঈশ্বরের গৌরবের বৃদ্ধি হোক। যোহন একথা বুঝে ঘোষণা করেছিলেন: *তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।* যোহন যেন বাণীর সামনে কণ্ঠের মত, সূর্যের সামনে প্রদীপের মত, বিচারকের সামনে অগ্রদূতের মত, প্রভুর সামনে দাসের মত, বরের সামনে সাক্ষীর মতই আগে আগে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আমরা যখন প্রভুর ধন্য অগ্রদূতকে এমন প্রদীপ বলে গণ্য করেছি যা প্রকৃত আলোর আগে আগে গিয়ে আলোর সপক্ষে সাক্ষ্যদান করল যাতে তার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতে পারে, তখন এসো, আমরা তাঁর উপর নির্ভর করে তাঁর জরুরী বার্তা শুনি। কেননা তিনিই সেই কণ্ঠস্বর যা বিষয়ে নবী ইসাইয়া বলেছিলেন, *এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর। উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা, নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত, অসমতল*

ভূমি হোক সমতল, শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি। তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে। এসো, আমরাও সেই প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করি যিনি আমাদের হৃদয়ে আসছেন, পাপস্বীকার ও অনুতাপ দ্বারা পাপের বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে দিই, আমাদের জীবনের এত বাঁকা ও অসমতল পথ সোজা করি, শুভকর্ম সাধনে প্রকৃত বিশ্বাসের পথ সমতল করি, আমাদের যত সাংসারিক গর্ব নমিত করি, ও আমাদের ভীরুহৃদয় উত্তোলন করি। সবকিছু প্রস্তুত, সোজা, সমতল ও পুনর্মিলিত হলেই আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাব ঠিক যেরূপে তিনি আছেন, কারণ *শান্তিতেই তাঁর তাঁবু, সিয়োনেই তাঁর আবাসগৃহ।*

তাঁর অগ্রদূতের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন চিরকাল ধরে আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের দর্শন পেতে পারি যিনি একারণে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন ও মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে সেই ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করলেন যেখানে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে তিনি যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক লুক ১:৭৬-৭৭

প্র তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে:
উ তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।
প্র তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে তাদের পাপমোচনে সাধিত পরিত্রাণের কথা
উ তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৯৩:১-৩**

আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যিনি প্রান্তরে চিৎকার করে কথা বলেন

খ্রীষ্টমণ্ডলী যোহনের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে তাতে বিশেষ একটা পবিত্র অর্থ আরোপ করে। বস্তুতপক্ষে আমরা যোহন ও খ্রীষ্টের জন্মতিথি ছাড়া আর কোন সাধুসাধ্বীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি না। তবু লক্ষ করার বিষয় এ যে, যোহন বৃদ্ধা, অম্লানই নারী থেকে, অপরদিকে খ্রীষ্ট কুমারী একটি তরুণী থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। আবার, যোহনের ভাবী জন্মবার্তায় বিশ্বাস না রাখার ফলে পিতা বোবা হলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর আপন গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস ক'রে ধন্যা কুমারী বিশ্বাস গুণে তাঁকে গর্ভধারণ করলেন।

মনে হচ্ছে, যোহন সেই দু'টো সন্ধি তথা প্রাক্তন ও নব সন্ধির মধ্যস্থানে যেন সীমারেখারই মত উপস্থিত। তিনি যে একপ্রকারে একটা সীমানা, স্বয়ং প্রভুই তা স্পষ্ট বলেছিলেন: *যোহন পর্যন্ত বিধান ও নবীদের সময় ছিল।* তাই যোহন হলেন প্রাচীন সন্ধির অংশ ও নবসন্ধির সংবাদের প্রতীক: প্রাচীন সন্ধির দিক দিয়ে তিনি দু'জন প্রাচীন ব্যক্তি থেকে জন্ম নেন, ও নবসন্ধির দিক দিয়ে মাতৃগর্ভে থাকাকালেও নবী বলে অভিহিত হন। জন্মগ্রহণের আগেও যোহন মারীয়ার আগমনে মাতৃগর্ভে উল্লাস করেছিলেন: সেসময় থেকেই আলোতে আসবার আগেই তো তাঁকে সেই নবী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেসময় থেকেই প্রদর্শিত হয়, তিনি কার পথপ্রদর্শক হবেন, যদিও তখনও যীশু তাঁকে দেখেননি। এসব ঘটনা দিব্য, এমন ঘটনা যা মানবীয় সঙ্কীর্ণতার গন্ডির অতীত। অবশেষে তিনি জন্ম নেন, তাঁর নামকরণ হয় ও পিতার জিহ্বার জড়তা খুলে যায়। বাস্তব ঘটনার অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য সেই ঘটনা বর্ণনা করাই যথেষ্ট।

জাখারিয়া প্রভুর অগ্রদূত সেই যোহনের জন্ম পর্যন্ত বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে নীরব হয়ে থাকেন। আবার সেই জন্মলগ্নেই তিনি বাক্‌শক্তি ফিরে পান। খ্রীষ্টের বাণীপ্রচারের আগে ভবিষ্যদ্বাণী যে অস্পষ্ট ও অন্ধকারময়, একথা ছাড়া জাখারিয়ার নীরবতার অর্থ কীবা হতে পারে? যীশুর আগমনেই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ প্রকাশিত হয়; পূর্বঘোষিত সেই ব্যক্তি যখন আসন্ন, তখনই ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যোহনের জন্মলগ্নে জাখারিয়ার মুখ যে আবার খোলে ও খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের সময়ে সেই পরদা যে বিদীর্ণ হয়, তা তো একই কথা। যদি যোহন নিজেরই কথা প্রচার করতেন, তাহলে তিনি জাখারিয়ার মুখ খুলতে পারতেন না। কণ্ঠস্বর আবির্ভূত হয় বলেই জিহ্বার জড়তা ঘুচে যায়। বাস্তবিকই যখন যোহন প্রভুর কথা পূর্বঘোষণা করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন একদিন

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল: *আপনি কে?* আর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে কথা বলেন।* যোহন হলেন কণ্ঠস্বর, কিন্তু প্রভুর বিষয়ে বলা হয়: *আদিতে ছিলেন বাণী।* যোহন ক্ষণিকের জন্যই কণ্ঠস্বর, খ্রীষ্ট কিন্তু আদি থেকেই সনাতন বাণী।

শ্লোক লুক ১:৭৬-৭৭

প্‌ তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে:
উ তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।
প্‌ তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে তাদের পাপমোচনে সাধিত পরিত্রাণের কথা
উ তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।

২৭শে জুন

আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিল, আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের পত্রাবলি **১ম পত্র**

কুমারী মারীয়ার দিব্য মাতৃত্ব

আমি অত্যন্ত বিস্মিত, কারণ এমন কেউ কেউ আছে যারা স্পষ্টই সন্দেহ করে পুণ্যময়ী কুমারীকে ঈশ্বরজননী বলে অভিহিত করা উচিত কিনা। আর আসলে, যখন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, তখন যিনি তাঁকে প্রসব করেছেন, সেই পুণ্যময়ী কুমারী কেনই বা ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা হবেন না? খ্রীষ্টের শিষ্যেরাই তো এ বিশ্বাস আমাদের কাছে হস্তান্তর করলেন, যদিও তেমন নাম কখনও ব্যবহার করেন না। আমরা পুণ্যবান পিতৃগণ দ্বারাও একই প্রকার শিক্ষা পেয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে সুবিখ্যাত আমাদের সেই পিতা আথানাসিউস পবিত্রতম ও সমস্বরূপময় ত্রিত্ব বিষয়ক যে পুস্তক লিখেছেন, তার তৃতীয় অধ্যায়ে কুমারীকে বারবার 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করেন। তাই এই পর্যায়ে আমি তাঁর নিজের বাণী প্রয়োগ করতে নিজেকে বাধ্য মনে করি; তাঁর বাণী এরূপ: 'আমরা এবিষয়ে যেভাবে বারবার চেতনা দিয়েছি, পবিত্র শাস্ত্রের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যই আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট সম্বন্ধে উভয় কথা ঘোষণা করা, তথা তিনি ঈশ্বর, এবং পিতার বাণী, তাঁর প্রভা ও তাঁর প্রজ্ঞা হওয়ায় তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু কখনও হননি; একইসঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা দরকার যে, কাল পূর্ণ হলে সেই একই খ্রীষ্ট ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া থেকে মাংসধারণ করে আমাদের জন্য মানুষ হলেন।'

আর কয়েকটা উক্তির পর তিনি বলে চলেন, 'অনেকেই রয়েছেন যাঁরা পুণ্যবান ছিলেন ও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত: বস্তুতই যেরেমিয়াকে মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্রিত করা হয়েছিল, ও যোহন জন্ম নেবার আগেও ঈশ্বরজননী মারীয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আনন্দে নড়ে উঠলেন।'

আর প্রকৃতপক্ষে আথানাসিউস সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, কারণ তিনি এমন কিছু কখনও বলেননি যা পবিত্র শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আর ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত পবিত্র শাস্ত্রও একথা ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরের বাণী মানুষ হলেন, অর্থাৎ চেতনাসম্পন্ন প্রাণ-বিশিষ্ট মাংসের সঙ্গে মিলিত হলেন। সুতরাং, ঈশ্বরের বাণী আব্রাহামের বংশধর হবার জন্য নারীজাত এক দেহ গঠন করতে চাইলেন ও মানবস্বরূপের সহভাগী হলেন, যার ফলে তিনি এখন ঈশ্বর শুধু নন, বরং তাঁর ঐক্য-রহস্যে তিনি এমন মানুষ রূপেও নিজেকে জ্ঞাত হতে দেন, যে মানুষ সবদিক দিয়ে আমাদের সদৃশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই ইম্মানুয়েল দু'টো উপাদান দিয়ে গঠিত, তথা ঈশ্বরত্ব ও মানবতা। তথাপি যিনি একইসময়ে ঈশ্বর ও মানুষ, স্বরূপে একমাত্র প্রকৃত পুত্র সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এক; তিনি এমন ঈশ্বরীকৃত মানুষ নন, অর্থাৎ কিনা অনুগ্রহ গুণে যাদের ঐশস্বরূপের অংশীদার করা হয়েছে তিনি তাদের মত নন; তিনি বরং সেই প্রকৃত ঈশ্বর যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানবরূপে আবির্ভূত হলেন, যেভাবে পলও বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা*

দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

শ্লোক

℟ সিরিল ঈশ্বরের সম্মুখে কর্মকীর্তি সাধন করলেন; পৃথিবী জুড়ে তাঁর ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল:
℣ তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বরের চরণে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।
℟ ঈশ্বরের যাজক সিরিল প্রভুর বিধান নিশিদিন জপ করলেন:
℣ তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বরের চরণে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

২৮শে জুন

সাধু ইরেনেউস, ধর্মপাল ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' **৪র্থ পুস্তক ২০:৫-৭**

জীবিত মানুষই তো ঈশ্বরের গৌরব,
ঈশ্বরের দর্শনই তো মানুষের জীবন

যেহেতু ঈশ্বরের বিভা জীবনদায়ী, সেজন্য যারা ঈশ্বরকে দেখে, তারা জীবনপ্রাপ্ত হয়। আর এজন্য যিনি অনুপলব্ধ, দুর্জ্ঞেয় ও অদৃশ্য, তিনি মানুষের কাছে দৃশ্য, জ্ঞেয় ও উপলব্ধ বলে নিজেকে অর্পণ করেন, যারা তাঁকে বোঝে ও দেখে, তিনি যেন তাদের জীবনদান করতে পারেন। বিনা জীবনে জীবনযাপন করা অসম্ভব, কিন্তু জীবন ঈশ্বরত্বে সহভাগিতা থেকেই আগত, আর ঈশ্বরত্বে তেমন সহভাগিতা ঈশ্বরকে দেখা ও তাঁর মঙ্গলময়তা উপভোগ করায় প্রকাশ পায়।

সুতরাং জীবিত হবার জন্য মানুষ ঈশ্বরকে দেখবে, আবার তেমন দর্শনের ফলে সে অমর ও ঐশ্বরিক হয়ে উঠবে। আমি আগেও বলেছিলাম যে, একথা নবীদের দ্বারা দৃষ্টান্তের আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁরা বলেছিলেন যে, যারা তাঁর আত্মাকে বহন করে ও তাঁর আগমনের নিত্য প্রতীক্ষায় থাকে, তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে, যেমনটি মোশী দ্বিতীয় বিবরণে বলেন: *আমরা আজ দেখেছি যে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, যার ফলে মানুষ জীবন পেতে পারে।*

যিনি নিজ মহত্ত্ব ও প্রভা অনুসারে সবকিছুর মধ্যে সবকিছু করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টজীবের কাছে অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় হয়েও তবু তাদের কাছে অজ্ঞাত হয়ে থাকেন না; বস্তুতপক্ষে, তাঁর বাণী দ্বারা সকলে একথা শেখে যে, পিতা হলেন সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি নিজের মধ্যে সবকিছু ধারণ করেন ও সবকিছুকে অস্তিত্ব দান করেন, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তাঁকে তিনিই প্রকাশ করেছেন।*

তাহলে, আদি থেকেই সেই পুত্র হলেন পিতার প্রকাশকারী, কেননা আদি থেকেই তিনি পিতার সঙ্গে আছেন: উপকারিতার উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত সময়ে একটি সুনিরূপিত ও সুসম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা অনুসারে মানবজাতির কাছে নবীদের দর্শন, নানা প্রকার অনুগ্রহদান ও সেবাকাজ, ও পিতার গৌরব দেখিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিকই যেখানে সুনিরূপিত ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সুসম্পর্কও রয়েছে, আর যেখানে সুসম্পর্ক রয়েছে সেখানে নির্ধারিত সময়ও রয়েছে, আর যেখানে নির্ধারিত সময় রয়েছে সেখানে উপকারিতাও রয়েছে।

এজন্য বাণী হলেন মানুষের উপকারিতার উদ্দেশ্যে পিতার অনুগ্রহের বিতরণকারী। তাদের জন্য তিনি পরিত্রাণের বহু ব্যবস্থা নিরূপণ করলেন; যথা মানুষের কাছে ঈশ্বরকে দেখালেন ও ঈশ্বরের কাছে মানুষকে উপস্থাপন করলেন, তবু পিতার অদৃশ্যতা রক্ষা করলেন, যাতে মানুষ ঈশ্বরকে কখনও তুচ্ছ না ক'রে বরং তার যেন এমন একটা কিছু সবসময় থাকে যার দিকে সে ধাবিত থাকতে পারে। একইসঙ্গে তিনি বহু ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে মানুষের কাছে দৃষ্টিগোচর করলেন, পাছে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বঞ্চিত হলে মানুষ অস্তিত্ব-বঞ্চিত হয়; কেননা জীবিত মানুষই তো ঈশ্বরের গৌরব, ও ঈশ্বরের দর্শনই তো মানুষের জীবন। বস্তুত যখন সেই ঈশ্বরের

প্রকাশ যা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত, তা পৃথিবীর বুকে যত জীবকে জীবন দান করে, তখন সেই পিতার প্রকাশ যা বাণীর মাধ্যমেই অর্জিত, যারা ঈশ্বরকে দেখে, তাদের জন্য তা জীবনদানের কতই না মহত্তর কারণ।

শ্লোক মালাখি ২:৬; সাম ৮৯:২২

প্র তার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না,
উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।
প্র প্রভুর উক্তি : আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে, আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।
উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

২৯শে জুন

প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পল

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - গা ১:১৫–২:১০

যেরুসালেমে পিতর ও পলের সাক্ষাৎ

ভ্রাতৃগণ, যিনি আমাকে মাতৃগর্ভে থাকতে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, যেরুসালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কাসে ফিরে গেলাম। কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুসালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; প্রভুর ভাই যাকোবকে ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। তারপর আমি সিরিয়া ও সিলিসিয়ার নানা স্থানে গেলাম। কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রীষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে, যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

কেবল চৌদ্দ বছর পরেই আমি বার্নাবাসের সঙ্গে আবার যেরুসালেমে গেলাম; তখন তীতকেও সঙ্গে নিলাম; আমি তো ঐশপ্রকাশ পাবার ফলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তখন, যে সুসমাচার আমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করে থাকি, তা সেখানকার ভাইদের কাছে ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ঘরোয়া এক বৈঠকে, যাঁরা গণ্যমান্য, তাঁদেরই কাছে, পাছে এমনটি ঘটে যে, আমি বৃথা দৌড়চ্ছি বা দৌড়েছি। এমনকি, সেই তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে পরিচ্ছেদিত করার কোন দাবি করা হল না, তাও ঘটল সেই ভণ্ড ভাইদের কারণে, যারা আমাদের মধ্যে গোপনে ঢুকে পড়েছিল; তাদের অভিপ্রায় ছিল এ, খ্রীষ্টযীশুতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি, সেদিকে গোপন নজর রাখবে, যেন আমাদের দাস করে তুলতে পারে। কিন্তু আমরা এক মুহূর্ত মাত্রও তাদের কাছে নত হইনি, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের মধ্যে অটল থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য বলে গণ্য ছিলেন—তাঁরা আসলে গণ্যমান্য ছিলেন বা ছিলেন না, এতে আমার কিছু আসে যায় না, ঈশ্বর তো মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না!—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও আমাকে নতুন কোন বাণী যোগ করতে আদেশ করেননি; তাঁরা বরং যখন দেখলেন, অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যেভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে প্রচারের ভার পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল,—কারণ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন—এবং তাঁরা যখন আমার কাছে দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করলেন, তখন যাকোব, কেফাস্ ও যোহন—তাঁরা তো স্তম্ভ বলে স্বীকৃত—সহভাগিতার চিহ্নরূপে আমাকে ও বার্নাবাসকে ডান হাত দিলেন, যেন আমরা বিজাতীয়দের কাছে যাই, আর তাঁরা পরিচ্ছেদিতদের কাছে যান; শুধু চাইলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা স্মরণ করি : আর আমি তা করতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

শ্লোক মথি ১৬:১৮-১৯

℟ তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।
℣ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।
℟ পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।
℣ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি উপদেশ ৮২:১,৩-৬

এঁরাই পুণ্যবান পিতৃগণ ও প্রকৃত পালক

প্রিয়জনেরা, সমগ্র বিশ্বই তো মহোৎসবগুলোতে সমষ্টিগত ভাবে যোগ দেয়, কেননা বিশ্বাস থেকে নির্গত ভক্তির দাবিই যে, যা সকলের পরিত্রাণের জন্য ঘটিতই বলে উদ্‌যাপিত, তা সকলের আনন্দেই পালিত হবে। কিন্তু, সারা বিশ্ব জুড়ে পর্বটির স্বীকৃত মর্যাদার কথা ছাড়া, আজকের দিনের মহোৎসব আমাদের এ নগরীতেই বিশেষ আনন্দের সঙ্গে পালিত হওয়ার কথা, যাতে যেখানে প্রেরিতদূতদের প্রধানদের গৌরবময় মৃত্যু ঘটেছে, সেইখানে তাঁদের সাক্ষ্যমরণের দিনে আনন্দ সর্বোচ্চ মাত্রার নাগাল পেতে পারে।

হে রোম, এঁরাই সেই ব্যক্তিত্ব যাঁদের গুণে তোমার মধ্যে খ্রীষ্টের সুসমাচার উদ্ভাসিত হয়েছে; আর তুমি যে ছিলে ভুলভ্রান্তির গুরু এখন হয়ে উঠেছ সত্যের শিষ্যা। এঁরাই তোমার প্রকৃত পিতৃগণ ও তোমার প্রকৃত পালক, যাঁরা তোমার জন্য স্বর্গরাজ্যের পথ উন্মুক্ত করতে তোমাকে এমন উত্তমরূপেই ও মহত্তর সৌভাগ্যের সঙ্গেই স্থাপন করলেন যে যাঁরা তোমার প্রাচীরের ভিত স্থাপন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। কেননা তাঁদের একজন, এমনকি যিনি তোমাকে নাম দিয়েছেন, সেই রোমুলুস নিজ ভাইয়ের রক্তপাতে তোমাকে কলঙ্কিতা করেছিলেন। কিন্তু এ দু'জন প্রেরিতদূতই প্রকৃতপক্ষে তোমাকে এমন গৌরবে উন্নীতা করেছেন যাতে পবিত্র দেশ, মনোনীত জাতি, যাজকীয় ও রাজকীয় নগরী, ও পিতরের আসনের জন্য বিশ্বের রাজধানী হয়ে উঠে তুমি তোমার পার্থিব সাম্রাজ্যের জন্য নয়, দিব্য ধর্মের কারণেই বরং অধিক বিস্তারিত কর্তৃত্ব লাভ করতে পার।

কেননা নানা ভাষায় কথা বলার শক্তি পেয়ে প্রেরিতদূতেরা যখন বিশ্ব জুড়ে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন ও নিজেদের মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশ বিভক্ত করলেন, তখন প্রেরিতদূতবর্গের প্রধান হওয়ায় সেই ধন্য পিতরের কাছেই রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী দেওয়া হয়েছে। এমনটি ঘটল যেন যে সত্যের আলো সকল জাতির পরিত্রাণের জন্য আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা মাথা থেকে দেহের বাকি অংশে অধিক কার্যকারিতার সঙ্গেই বিস্তার লাভ করতে পারে। হে ধন্য পিতর, ঠিক এ নগরীতেই আসতে তুমি তো ভয় কর না, আর যিনি একদিন গৌরবেও তোমার সঙ্গী হবেন, প্রৈরিতিক কাজে তোমার সঙ্গী সেই পল যখন অন্য মণ্ডলীর কল্যাণে ব্যস্ত আছেন, তখন তুমি তো এই হিংস্র পশুর জঙ্গলে ও আলোড়িত ও গভীরতম মহাসাগরে পা বাড়াও ও সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে তুমি একসময়ে যেমন হেঁটেছিলে তার চেয়ে মহত্তর সাহস এইখানে এসে দেখাচ্ছ।

একথা সত্য যে, তোমার অন্তরে শক্তি ও আস্থা সঞ্চার করার জন্য যথেষ্ট অলৌকিক কাজ, বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদান ও তোমার স্বভাবের অলঙ্কার সেই বিশেষ বিশেষ গুণও অংশ নিয়েছিল: বাস্তবিকই তুমি ইতিমধ্যে ইহুদী ধর্ম থেকে আগত ভক্তদের উদ্বুদ্ধ করেছিলে ও সেই আন্তিওখিয়ায় মণ্ডলী স্থাপন করেছিলে যেখানে প্রথম বারের মত 'খ্রীষ্টান' গৌরবময় নাম ধ্বনিত হয়েছিল; তাছাড়া তুমি পন্তাসে, গালাতিয়াতে, কাপ্পাদোসিয়াতে, এশিয়াতে ও বিথিনিয়াতে সুসমাচারের বিধান ছড়িয়ে দিয়েছিলে। আর এখন তুমি একই সৎসাহসের সঙ্গে পরিকল্পিত কাজের সাফল্য বিষয়ে কোন সন্দেহ না করে ও তোমার বয়সের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ক্রুশের গৌরবময় জয়ধ্বজা রোম সাম্রাজ্যের দৃঢ়দুর্গেই আনলে। তুমি এখানে প্রবেশ করার আগে ঐশসঙ্কল্পের জোরে অধিকারের মর্যাদা ও তোমার ভাবী যন্ত্রণাভোগের গৌরব এখানে ইতিমধ্যে এসে গেছিল।

এ নগরীতে তোমার আগমনকালে তোমাকে বরণ করতে সেই পল এগিয়ে এসেছিলেন, যিনি প্রৈরিতিক কাজে তোমার সঙ্গী, ঈশ্বরের মনোনীত পাত্র, ও বিধর্মীদেরই জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত ধর্মাচার্য। আর তিনি তোমার সঙ্গে ঠিক সেই সময়েই যোগ দিলেন, যখন নেরোর স্বৈরাচারী শাসনকালে সততা, ব্যক্তি-মর্যাদা ও

স্বাধীনতার শেষ লক্ষণও অদৃশ্য হতে যাচ্ছিল। সমস্ত রিপুর আগুনে দগ্ধ হয়ে এই নেরো রোষে এমন ক্ষিপ্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সে-ই প্রথম খ্রীষ্টনাম সর্বত্রই নির্যাতন করতে শুরু করল—তার নির্বুদ্ধিতায় সে মনে করছিল যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভক্তদের রক্ত দ্বারা নিবিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু এঁদের বিবেচনায় মৃত্যু ছিল সর্বোচ্চ লাভ, কারণ এ ক্ষয়শীল জীবনের প্রতি অবজ্ঞা তাঁদের জন্য শাশ্বত সুখ পাবার উপায়েই পরিণত হত।

অতএব, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু*, আর যে ধর্ম খ্রীষ্টের ক্রুশ-রহস্যের উপরে স্থাপিত, তা হিংস্রতার কোন শক্তি দ্বারাও ধ্বংসিত হতে পারে না! নির্যাতন দ্বারা মণ্ডলীর হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই পায়, এবং প্রভুর মাঠ উত্তরোত্তর বর্ধমান শস্যে পরিবৃত হয়, কেননা গমের দানাগুলো একটার পর একটা মাটিতে পড়তে পড়তে শতগুণেই পুনর্জীবন লাভ করে।

শ্লোক মথি ৫:১২ দ্রঃ

প্‌ হে পিতর ও পল, তোমরা যে বিজয়ী ও ঈশ্বরের বন্ধু,
উ আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর!
প্‌ হে মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিত্ব, তার যুদ্ধ-সংগ্রামে গৌরবময় সেনাপতি, স্বর্গীয় রাজপ্রাসাদের সেরা সৈন্য, বিশ্বের প্রকৃত বাতি,
উ আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর!

***বিকল্প* (খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৬**

আমাদের প্রভুই এ স্তম্ভগুলো সুস্থির করলেন

ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো জান, আমাদের প্রভুর সকল প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমরদের মধ্যে কেমন করে এই দু'জনই, যাঁদের মহোৎসব আমরা আজ পালন করছি, বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে প্রতীয়মান। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ এঁদেরই হাতে বিশেষভাবে প্রভু পুণ্যময়ী মণ্ডলীকে ন্যস্ত করেছেন।

বাস্তবিকই সাধু পিতর যখন ঘোষণা করলেন যে প্রভুই ঈশ্বরের পুত্র, তখন প্রভু তাঁকে উত্তরে বললেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।* আবার স্বয়ং প্রভুই পলকে একপ্রকারে তাঁর সমকক্ষ করলেন, যেমনটি পল নিজেই বলেন: *পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন।* এঁদেরই তো প্রভু মণ্ডলীকে দেবেন বলে নবীর মুখ দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: *তোমার পুত্রেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে।* পুণ্যময়ী মণ্ডলীর পিতৃপুরুষেরা হলেন সেই পুণ্যবান কুলপতি ও নবীরা যাঁরা প্রথম ঈশ্বরের বিধান শিখিয়েছিলেন ও আমাদের প্রভুর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। প্রভুর আগমনের আগে নবীদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছিল বটে, কিন্তু এর কারণ ছিল জনগণের পাপ!

পরে আমাদের প্রভু এলেন, আর নবীদের স্থলে পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের মনোনীত করলেন। তাতে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে: *তোমার পুত্রেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে।* এখন তোমরা লক্ষ কর, কেমন করে তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রেরিতদূতদের মর্যাদা নবীদের মর্যাদার চেয়ে মহান। বাস্তবিকই নবীরা কেবল একটি জাতির জনপ্রধান বলে অভিহিত হয়েছিলেন, কেবল একটি দেশেই ও পৃথিবীর কেবল একটি অংশেই বাস করেছিলেন; কিন্তু প্রেরিতদূতদের বেলায় তিনি বলেন: *তুমি তাদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর।* ভ্রাতৃগণ, এ প্রেরিতদূতদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা কোন্ দেশেই স্বীকৃত নয়? তাঁরা হলেন সেই স্তম্ভ যাঁরা ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ দানে পুণ্যময়ী মণ্ডলীকে সুস্থির রাখেন; আর তেমন স্তম্ভগুলো স্বয়ং প্রভুই সুস্থির করলেন, কেননা এ স্তম্ভগুলো আগে যথেষ্ট দুর্বল ছিলেন: নিজেদেরও বহন করতে পারতেন না, পরকেও না। তবু এ ঈশ্বরের অপরূপ সঙ্কল্প অনুসারেই ছিল, যাতে তাঁরা যদি আগেও বলবান হতেন, তবে এমন কেউ মনে করতে পারত যে, তাঁরা নিজেদেরই মধ্যে বল পাচ্ছিলেন। এজন্য আমাদের প্রভু আগে দেখাতে

চাইলেন তাঁরা নিজে থেকে কী ছিলেন, কেবল তারপরেই তাঁদের বলবান করলেন যাতে সকলের কাছে স্পষ্ট হয় যে তাঁদের বল ঈশ্বর থেকেই আগত।

উপরন্তু, যেহেতু উচিত ছিল, তাঁরা মণ্ডলীর পিতা ও দুর্বল আত্মাদের চিকিৎসক হবেন, সেজন্য যদি আগে নিজেদের মধ্যে তেমন অভিজ্ঞতা না লাভ করতেন, তাহলে পরের দুর্বলতার প্রতি তত করুণা দেখাতে পারতেন না। তাই তিনি পৃথিবীর স্তম্ভগুলো তথা পুণ্যময়ী মণ্ডলীরই স্তম্ভগুলো সুস্থির করলেন। বস্তুতপক্ষে এ স্তম্ভ তথা সাধু পিতর এতই দুর্বল ছিলেন যে সামান্য দাসীর কণ্ঠই তাঁর পতন ঘটাতে যথেষ্ট হয়েছিল! তবু পরবর্তীতে প্রভু তাঁকে সুস্থির করলেন, সেই সময়েই বিশেষভাবে, যখন তিনবার করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস?* আর তিনি তিনবার করে উত্তর দিয়েছিলেন, *আমি আপনাকে ভালবাসি।* কেননা যখন তিনি প্রভুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর ভালবাসা হ্রাস পাওয়ায় স্তম্ভটা দুর্বল হয়ে ভেঙেই গেছিল; কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁর ভালবাসা তিনবার ঘোষণা করায় স্তম্ভটা সুস্থির হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া স্তম্ভটা তখনও আরও সুস্থির করা হয়েছিল যখন পবিত্র আত্মা প্রেরিত হয়েছিলেন। তখন স্তম্ভটা এতই বলবান হয়ে গেছিল যে কোনও কশাঘাত, নির্যাতন বা হুমকি, এমনকি শেষে মৃত্যু পর্যন্তও পিতরকে টলাতে পারেনি।

দ্বিতীয় স্তম্ভ সেই পলও প্রথমে দুর্বল ছিলেন, কিন্তু একটু শোন কেমন সুস্থির হয়ে উঠলেন: *আমি নিশ্চিত আছি যে, মৃত্যু কি জীবন, স্বর্গদূত কি সৃষ্টির কোনও কিছুই ঈশ্বরপ্রেম থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।*

শ্লোক ১ পিতর ৫:১০; সাম ৩৭:৩৩

প্র যিনি খ্রীষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন,
উ সকল অনুগ্রহ দানকারী সেই ঈশ্বর নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন।
প্র প্রভু আপন ভক্তদের ফেলে রাখেন না।
উ সকল অনুগ্রহ দানকারী সেই ঈশ্বর নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন।

***বিকল্প* (গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি **উপদেশ ২৮**

পিতর ও পল একই মর্যাদায় মিলিত

আমি মিলিত লোকদের দেখতে পেলাম, আর প্রভুর এক দূত বললেন, এঁরা পুণ্যবান ব্যক্তি, যাঁরা ঈশ্বরের বন্ধু হলেন।

এই যে লোকগুলো মিলিত, তারা কে কে? নিশ্চয়ই তাঁরা হলেন পৃথিবীর ও মণ্ডলীর মাননীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব সেই পিতর ও পল! একই বিশ্বাস তাঁদের মিলিত করেছিল; আর একই নগরী, একই জীবনধারণ ও একই দিনটি একই স্বৈরশাসকের অধীনে সাক্ষ্যমরণেও তাঁদের সদৃশ করল। সেসময় থেকে তাঁরা নানা ভাবেই মিলিত হয়েছেন, যার জন্য এ অত্যন্ত সমীচীন যে, তাঁরা একই পর্বের সমান অধিকারী হবেন।

খ্রীষ্ট সৌলকে পলে, আর সিমোনকে পিতরে রূপান্তরিত করলেন, কারণ এ দু'জনেরই বিষয়ে নবী একদিন বলেছিলেন, *আর তিনি আপন সেবকদের এক নতুন নাম ধরে ডাকবেন।* খ্রীষ্ট বললেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব। আর সেই শৈল হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট,* যিনি পিতরকে নতুন এক নাম দিলেন যাতে পিতর শৈল হতে পারেন। কেননা যেমন মরুপ্রান্তরে সেই পিপাসিত জাতির জন্য শৈল থেকেই জল প্রবাহিত হয়েছিল, তেমনি বিশ্বাস-পিপাসুদের জন্য যেন পিতর থেকেই পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি প্রবাহিত হয়।

যখন খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন আপন মেষ ও শাবকদের পোষণ করার দায়িত্ব পিতরেরই হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। পিতর তো সামান্য একটি নৌকা চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট এখন বিরাট এক জাহাজের হালে তাঁকে স্থান দিয়েছেন: বাস্তবিকই সমগ্র মণ্ডলীরই মাথায় তাঁকে রেখেছেন। আবার,

উত্তম গৃহাধ্যক্ষ বলে পিতরেরই হাতে তিনি নিজ গৃহের চাবি ন্যস্ত করেছেন। পিতরের ধর্মময়তা তাঁকে এমন প্রভাবশালী বিচারক করেছে যে, স্বর্গের নিষ্পত্তি তাঁর রায়ের উপরেই নির্ভর করে; একটি স্বর্গদূত পর্যন্তও তাঁর রায়ের বিপক্ষে দাঁড়াতে সাহস করবেন না!

যখন প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলছিল, তখন সংক্ষিপ্ত একটা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে পিতর খ্রীষ্টের ঐশমর্যাদার রহস্য ঘোষণা করেছিলেন। হে পিতর, রক্তমাংসই যে তেমন কথা তোমার কাছে প্রকাশ করেছিল এমন নয়: কেননা রক্তমাংস যে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে এমনও নয়; কিন্তু স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের আত্মাই তা তোমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যিনি একসময় সাগরের অতলদেশ তলিয়ে দেখছিলেন, সেই সম্মাননীয় জেলে খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্বের অতলান্ত রহস্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বীকার করলেন। *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস?* প্রভুর এ প্রশ্নের উত্তরে পিতর তিনবার বিশ্বাস-স্বীকার দ্বারা তাঁর আগেকার তিনবার অস্বীকৃতি মুছিয়ে দিলেন।

পিতরের পতন হয়েছিল, পল ভূপাতিত হয়েছিলেন: উভয়কেই দুর্বল করা হয়েছিল যাতে বলবান সিদ্ধপুরুষ হয়েই পুনরায় উঠতে পারেন। যখন পিতর নিজ শক্তির উপর নির্ভর করলেন, তখন তাঁর সাহসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁর শোচনীয় পতনের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল। অথচ তেমন নিন্দনীয় বিশ্বাসলঙ্ঘন-পাপের পর পিতর বিশ্বাসগুরুদের মধ্যে ও মণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হলেন। আর যিনি আঘাতগ্রস্ত হয়ে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন ও ভূপাতিত হয়েছিলেন, সেই পল তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হলেন, যাতে পরিশুদ্ধ মনশ্চক্ষু দ্বারা স্বর্গের সেনাদলকে অনির্বচনীয় গৌরবে দেখতে পান।

আমার বিশ্বাস, এ দু'জনের গৌরবময় মৃত্যু স্মরণ করায় আমরা সকল প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমরদের শ্রদ্ধা করি, কেননা আমরা এঁদের সাক্ষ্যমর বলে ও প্রেরিতদূতদের প্রধান বলেই শ্রদ্ধা করি। আহা, কতই না ধন্য সেই সাক্ষ্যমরণ, কতই না গৌরবময় সেই মৃত্যু যা যাঁরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মরেন তাঁদের অমর করে, যাতে তাঁর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে মিলিত হয়ে তাঁরা এখন তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করতে পারেন! *নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন, তাদের পরিণাম দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল*; কিন্তু *সুখী তারা, যারা প্রভুতে মৃত্যুবরণ করে।* তারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হয় যাতে খ্রীষ্টের সঙ্গে স্বর্গের সহউত্তরাধিকারী হতে পারে।

শ্লোক

℣ হে ধন্য প্রেরিতদূত পল, হে সত্যবাণীর প্রচারক ও বিধর্মীদের গুরু,
℟ তুমি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য!
℣ তোমার দ্বারাই সর্বজাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা জানতে পারল:
℟ তুমি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য!

৩০শে জুন

রোম মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরবৃন্দ

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৫:১–৭:৪**

হিংসার জন্যই কষ্টভোগ করে তাঁরা সকলের জন্য আদর্শ হয়ে উঠলেন

কিন্তু এসো, প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত ছেড়ে আমাদের কাছাকাছি বীরপুরুষদের দৃষ্টান্তের কথায় আসি; এসো, আমাদের নিজ যুগের যোগ্যতম দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরি। শত্রুদের ঈর্ষা ও হিংসার জন্যই মণ্ডলীর সর্বোত্তম ও সর্বন্যায়বান স্তম্ভগুলি নির্যাতিত হলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করলেন। এসো, পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরি: অধর্মময় ঈর্ষার কারণে পিতর দু' একটা শুধু নয়, বহু পরীক্ষাই সহ্য করলেন, আর এভাবে সাক্ষ্যমরণ বরণ করে তাঁর যোগ্য গৌরবময় স্থানে পৌঁছলেন। পরের ঈর্ষা ও বিভেদের কারণে পল সহিষ্ণুতার আদর্শ দিলেন: তাঁকে সাত বার শেকলাবদ্ধ হতে হল, পলাতক হতে হল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা

হল, আর এভাবে পুব-পশ্চিমে প্রচারক হয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য সুনাম অর্জন করলেন। তিনি সারা জগতে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলেন, ও পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমায় গিয়ে শাসনকর্তাদের সামনে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; এভাবে সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে উঠে তিনি এজগৎ ছেড়ে পবিত্রধামে পৌঁছলেন।

এই যে সকল মানুষ পুণ্য জীবন যাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গে মনোনীতদের এক বিরাট দল যোগ করা হয়েছে যারা ঈর্ষার কারণে বহু ও তীব্র নিপীড়ন ভোগ করে আমাদের কাছে সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রেখে গেলেন। ঈর্ষার জন্য আমাদের নারীরা সেই দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীদের মত হিংস্র ও জঘন্য পীড়ন সহ্য করে নির্যাতিত হল; দেহে দুর্বল হয়েও তারা বিশ্বাসের দৌড় দৃঢ়তার সঙ্গে দৌড়ল ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করল। ঈর্ষা স্বামী থেকে স্ত্রীদের দূর করে দিল ও আমাদের পিতা আব্রাহামের সেই উক্তি অর্থশূন্য করে দিল যা অনুসারে এ আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। ঈর্ষা ও বিভেদ মহা মহা নগর ধ্বংস করে দিল ও মহা মহা জাতি উৎপাটন করল।

প্রিয়জনেরা, আমরা এসব কিছু লিখছি শুধু তোমাদেরই চেতনা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও জন্য, কেননা আমরা একই লড়াইক্ষেত্রে রয়েছি, ও একই লড়াই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেজন্য এসো, যত অসার ও নিরর্থক চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরম্পরাগত শিক্ষার কাছে এগিয়ে আসি: এসো, ভেবে দেখি আমাদের নির্মাতার দৃষ্টিতে ভাল, গ্রহণীয় ও সন্তোষজনক বলে কী কী আছে। এসো, খ্রীষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

শ্লোক প্রত্যা ৭:১৪

℟ ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে তাঁরা নিজেদের দেহ নিপীড়নের হাতে সঁপে দিয়েছেন,
℣ তাঁরা অনন্ত গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠলেন।
℟ তাঁরা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছেন ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছেন:
℣ তাঁরা অনন্ত গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠলেন।